গ্রাম উন্নয়ন ত্রৈমাসিক বাংলা বুলেটিন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

২৯বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'র ৫৫তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন

বার্ড-এর ৫৫তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি।

গত ২০ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর লালমাই অডিটোরিয়ামে দুই দিন ব্যাপী একাডেমির ৫৫তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। ভার্চুয়াল মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি। পরিকল্পনা সম্মেলনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য অবদানের জন্য "আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২২" লাভ করেছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)।

আন্তঃমহাদেশীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা সিরডাপ ২০২১ সালে সংস্থাটির প্রথম প্রধান নির্বাহী জনাব আজিজ-উল-হকের সম্মানে "আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড" চালু করে। ২০২১ সালে উক্ত পদক লাভ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বার্ডের পক্ষে থাইল্যান্ডে সিরডাপ-এর টেকনিক্যাল কমিটির সভায় এই পদক গ্রহন করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান (অতিরিক্ত সচিব)। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বার্ড ১৯৫৯ সালের ২৭ মে পল্লী

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তঃমহাদেশীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা সিরডাপ-এর টেকনিক্যাল কমিটির সভায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য অবদানের জন্য "আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২২" গ্রহণ করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান (অতিরিক্ত সচিব)।

বার্ড-এ যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস উদযাপিত

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুর‍্যালে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উদযাপিত হয়। জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণ, বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন, বঙ্গবন্ধুর উপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতা আবৃতি, পবিত্র কোরআন খতম, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি, প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বার্ডের ময়নামতি অডিটরিয়ামে সকাল ১১:০০ ঘটিকায় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। আলোচনা সভায় 'স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব নাছিমা আক্তার, পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি), বার্ড। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আশরাফ উদ্দীন আহাম্মদ খান, যুগ্মসচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনাব আনাস আল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, বার্ড। আলোচনা সভাসহ সকল অনুষ্ঠানে বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি, প্রশিক্ষণার্থী এবং বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

বার্ডের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি মঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক, অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। গত ০৮ আগস্ট ২০২২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। দিনের শুরুতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু হয়। এরপর বার্ডের ময়নামতি অডিটোরিয়ামে জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গমাতার জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং প্রদর্শনী শেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গমাতার আত্মত্যাগী, বিনয়ী, সহনশীলতা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের বিষয় উল্লেখ করেন।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি মঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক, অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের উদ্বোধন করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

গত ৫ আগস্ট বার্ডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। তাঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বার্ডের সর্বস্তরেরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। এছাড়া জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, বার্ড জামে মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ এবং প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বার্ডের মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড। আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে ছিলেন ড. শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্মপরিচালক, বার্ড। অনুষ্ঠানসমূহে একাডেমির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

নদীতে ইফকাস পদ্ধতিতে সমন্বিত চাষাবাদের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে উদ্ভাবনী পুরস্কার পেলেন বার্ডের তিন গবেষক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিন জন অনুষদ সদস্যকে 'ইনোভেশন পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এ সময় বার্ডের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ শাহজাহান-এর নিকট হতে ইনোভেশন পুরস্কার গ্রহণ করেন জনাব মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, উপ-পরিচালক, জনাব আনাস আল ইসলাম, সহকারী পরিচালক এবং জনাব আবদুল্লা-আল-মামুন, সহকারী পরিচালক। গবেষকগণ চলতি অর্থবছরে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়নের একটি উপায় হিসেবে নদীতে 'ইফকাস' (IFCAS -Integrated Floating Cage Aquageoponics System) বা ভাসমান খাঁচায় মাছ ও সবজি চাষের সমন্বিত পদ্ধতির সফল প্রদর্শনী স্থাপন করেন। ইনোভেশন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বার্ডের মহাপরিচালক বলেন, সরকারি কর্মকর্তা ও গবেষকদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ইনোভেশন পুরস্কার প্রবর্তন করে। বার্ডের গবেষকদের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের প্রশংসায় তিনি বলেন, পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতিতে ইফকাস পদ্ধতি প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি নিশ্চিতের একটি মডেল হতে পারে।

বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত 'অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রীতি ফুটবল ম্যাচের খেলোয়াড়দের একাংশ

বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান এর সাথে ইনোভেশন পুরস্কার প্রাপ্ত গবেষকবৃন্দ।

বার্ডে 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

'মুজিব'স বাংলাদেশঃ পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি।

গত ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে বার্ডে 'মুজিব'স বাংলাদেশঃ পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটনের ভূমিকা' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। সেমিনারে পর্যটন শিল্প ও গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ড মহাপরিচালক কর্তৃক বার্ড মডেল স্কুলের বিজ্ঞান মেলা পরিদর্শন

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ বার্ড মডেল স্কুলের মাধ্যমিক শাখার কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার এবং স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত তিনটি হাউজের শুভ উদ্বোধন করেন বার্ডের মহাপরিচালক এবং বার্ড মডেল স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ শাহজাহান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য, পরিচালক (পল্লী শিক্ষা) জনাব রঞ্জন কুমার গুহসহ বার্ডের অনুষদ সদস্য এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ। কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার এবং হাউজ উদ্বোধন শেষে মহাপরিচালক, বার্ড এবং অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থী কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা পরিদর্শন করেন। স্কুলের সম্মুখ প্রাঙ্গনে সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সবশেষে প্রধান অতিথি অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে শীর্ষস্থান অধিকারীগণের মধ্যে নম্বরপত্র তুলে দেন।

বার্ডে কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি (সিআইসিএস) এর ক্রিমারি কারখানা আধুনিকীকরণ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি (সিআইসিএস)-এর ক্রিমারি কারখানা আধুনিকীকরণ বিষয়ক সেমিনার বার্ডের ড. আবদুল মুঈদ সম্মেলন কেন্দ্রে ন্দ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। সভাপতির বক্তৃতায় বার্ডের মহাপরিচালক বলেন যে, এ ক্রিমারি কারখানাকে আধুনিকীকরণে সার্বিকভাবে সহায়তা করবে বার্ড। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আবদুল্লাহ আল

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিজ্ঞান মেলায় বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় করছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান।

কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি (সিআইসিএস)-এর ক্রিমারি কারখানা আধুনিকীকরণ বিষয়ক সেমিনারের সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির অভিনব এক উদ্যোগ গরীবের জন্য শোকসভা আয়োজন

ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান, পরিচালক (প্রকল্প), বার্ড

সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব যখন ঘটেছে তখন সমাজে ধনী গরীব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈষম্যময় সমাজ দৃশ্যমান গোটা পৃথিবী জুড়ে। ধনী গরীবের সামাজিক দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। গরীবের অবস্থান দ্বারা আমরা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ককে বুঝতে পারি। গরীবি হটাও নামক কোনে এক রাজনৈতিক শ্লোগান গরীব মানুষকে বস্তি থেকে সরিয়ে শহর থেকে দূরে জড়ো করেছিল। কবি তারাপদ রায় দারিদ্র্য রেখা কবিতায় দারিদ্র্যকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করার কৌশল দেখিয়েছেন যেমন নিঃস্ব, সর্বহারা, চির বঞ্চিত প্রভৃতি।

কুমিল্লার রায়চোঁ গ্রামে আমাদের অনেক গমনাগমন আছে। জনাব আমিনুল ইসলাম যিনি রায়চো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির প্রধান কর্নধার; তিনি যখন পরিদর্শনকারী প্রশিক্ষনার্থী বা প্রতিনিধিদের সমিতির সাফল্যের ইতিহাস বর্ণনা করেন তখন আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনে থাকি। তাঁর কথায় মেঠো বাংলার মাটির গন্ধ। সমিতির বিগত ৪০ বছরের ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন গ্রামে ঘটেছে তার তালিকা দীর্ঘ। কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে। সমিতিতে বর্তমানে নারী ম্যানেজার কাজ করছে। গরীব মানুষ সমিতি থেকে লোন নিয়ে বেবি ট্যাক্সী বা সিএনজি অটোর মালিক হয়েছে। গ্রামের মানুষ বিদেশ বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করে জীবন মানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে রেমিটেন্স আয়ের মাধ্যমে। একখন্ড জমি কিনে বাড়ী তৈরী করেছে। দেয়ালে টাইলস শোভা পাচ্ছে। নিজ ঘরে সংযুক্ত বাথরুম করেছে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন ইতিবাচকভাবে ঘটেছে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিটি সদস্যদের সমমর্যাদা দিয়ে থাকে। সমিতির গরীব সদস্যটি মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যও সমিতির সদস্যরা শোক সভার আয়োজন করে থাকে। তিনি বললেন, গরীবের জন্য অন্য কেহ শোক সভা করে না। শুধুমাত্র তার পরিবার তার জন্য কাঁদে। কিন্তু আমাদের সমিতি ধনী গরীব নির্বিশেষে মৃত্যুর পর শোকসভা করে থাকে। আমাদের সমিতি ঐ শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাড়ায়। তুলনামূলকভাবে এ সামাজিক চিত্র সৃজন করেছে সার্বিক সমবায় সমিতিটি। সমাজ সংহতি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য।

আমাদের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমরা তো সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, ও সাম্যের কথা অঙ্গীকার করেছি। অর্থাৎ আমরা ইনসাফ চেয়েছি। বৈষম্য থেকে মুক্তির লড়াই আমাদের অব্যাহত রয়েছে। তাই গরীবের অদৃশ্যমানতা বা তাদের ইতিহাস জাদুঘরে লিপিবদ্ধ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। সেদিক থেকে গরীবের জন্য শোকসভা আমাকে কিছুটা অন্যরকম ভাবিয়েছে। যে প্রতীকি শোকসভা হবে অতীতে ফেলা আসা অধিকারহীনতার কালো অধ্যায় থেকে মুক্তির গর্ব। দারিদ্র্য বিশ্ব প্রপঞ্চ। সাম্প্রতিক সময়ের রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আক্রমন, শ্রীলংকার অর্থনৈতিক সংকট, ২০০৯ সালের গ্রীসের অর্থনৈতিক সংকটকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিকতা আর পরোক্ষ উপনিবেশিকতা একসময়ের তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে আরো দরিদ্র করেছে। পরোক্ষ ঔপনিবেশিকতার অপর নাম বাজার দখল ও মনোজগত দখল। বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা দ্রুত কমিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ দারিদ্র্য হ্রাস করতে মরিয়া হয়েছে। সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫৯১ ডলার। নব্বই দশক থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশের দারিদ্র্য ১ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। কোভিড ১৯ অভিঘাতে দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটলেও ২০২১ সাল থেকে বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাড়িয়েছে। জনমিতিগত লভ্যাংশের এ সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। প্রতিষ্ঠানটি আভাস দিয়েছে, কয়েক বছরে তা দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াবে, যা মোট জনসংখ্যার ৩৯ দশমিক ৪০ শতাংশ হবে। প্রতিবছর ২২ লাখ নতুন মুখ বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। শিক্ষিত বেকারদের অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপ অনুমেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আশ্রয়ন প্রকল্পে গৃহহীনদের গৃহ প্রদান একটি মহতি উদ্যোগ। কবি কাজী নজরুল ইসলাম দারিদ্র্যকে অসঙ্কোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহস বলে অভিহিত করলেও সে যে দুঃখের পৃথিবীতে ব্রত নহে সে কথাও উল্লেখ করেছেন। দারিদ্র্য নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ মানুষের মাঝে আবিস্কার বা উদ্ভাবন সৃজন করে। যাকে আমরা আপেক্ষিক বা তুলনামূলক দারিদ্র্য বলে হয়তো অভিহিত করি। কিন্তু নজরুল অনপেক্ষ দারিদ্র্যের নির্মমতা প্রকাশ করেছেন নিম্নরুপে "অকালে শুকালে মোর রুপ রস প্রাণ।" দারিদ্র্য নির্মম। তাকে দূর করতে, সমাজের সাংস্কৃতিক ব্যবধানকে দূর করতে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির এ মহতি উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

৩০ জুলাই ২০২২ তারিখ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোঃ কাউন্সিলারগণের তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনীতে বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত মেয়র সেলিনা হায়াত আইভি।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৫৫তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় মন্ত্রী বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ও বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে বার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমান এলজিইডি, উপজেলা কমপ্লেক্স, বিএডিসি বার্ডের সফল কর্মসূচির ফসল। তিনি সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত এজেন্ডা "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে বার্ডকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি বলেন, বার্ড বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করেছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

নীতি নির্ধারণী পেপার উপস্থাপনায় বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান বার্ডের বর্তমান কার্যক্রম, "আমার গ্রাম আমার শহর" প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্লাবণ ভূমিতে মৎস চাষ ও "কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিকাশ" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণাসহ অন্যান্য প্রায়োগিক গবেষণার কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, অতীতের মত বার্ড পল্লী'র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ড গত অর্থবছরে ০৩টি আন্তর্জাতিক কোর্সসহ মোট ১৫৪টি কোর্সের মাধ্যমে ৬৬০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রকল্পের তৃণমূল পর্যায়ের সুফলভোগীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স। গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ড গত বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের আলোকে ০৮টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে এবং ১৪টি গবেষণাকর্ম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি গবেষণা গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বার্ড বর্তমানে সরকারের রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত বার্ড আধুনিকায়ন প্রকল্প এবং সিভিডিপি ৩য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে ১৫টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করছে । সম্প্রতি এডিপিভুক্ত বার্ড ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

বার্ডের ৫৫তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও সম্মেলন সমন্বয়ক জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন। উক্ত সম্মেলনে আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ড. মো: কামরুল হাসান, পরিচালক (প্রকল্প)। সহযোগী আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব সাইফুন নাহার, উপ-পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব) ও সহকারী আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব মো: বাবু হোসেন, সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)।

আজিজ-উল-হক রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

১ম পৃষ্ঠার পর

উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সূচনালগ্নেই একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে নিবেদিত প্রাণ কিছু গবেষক গ্রামীণ জনগণকে সাথে নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে পল্লী উন্নয়নের উপযোগী কিছু মডেল কর্মসূচি উদ্ভাবন করেন। একাডেমি কর্তৃক উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নের 'কুমিল্লা মডেল' এর জন্য বার্ড দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করে। পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বার্ড ১৯৮৬ সালে 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

২য় পৃষ্ঠার পর

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। আলোচনা সভার মুখ্য আলোচক ছিলেন জনাব ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম পরিচালক, বার্ড। তিনি তার আলোচনায় স্বাধিকার আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে অসহায় নির্যাতিতা নারীদের সহায়তা ও পুনর্বাসনে বঙ্গমাতার অগ্রণী ভূমিকার মতো বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করেন। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি, প্রশিক্ষণার্থী, বার্ডের অনুষদবর্গসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। এ আলোচনা সভার উপস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে জনাব শারমিন শাহরিয়া, উপপরিচালক, বার্ড।

উদ্ভাবনী পুরস্কার পেলেন বার্ডের তিন গবেষক

৩য় পৃষ্ঠার পর

জীবিকার মানোন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নদীতে খাঁচায় মাছ ও সবজি চাষের এ লাভজনক প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ করা হয়। ইফকাস পদ্ধতিতে তিনটি স্তরে অভিযোজিত কৃষি উৎপাদন করা হয়েছে। নীচের স্তরে ভাসমান খাঁচায় মাছ উৎপাদন করার পাশাপাশি দ্বিতীয় স্তরে খাঁচায় উপরিভাগে প্লাস্টিক ট্রেতে উচ্চমূল্যের পাতা জাতীয় (লেটুস, পুদিনা ইত্যাদি) এবং তৃতীয় স্তরে বিভিন্ন লতানো সবজি (মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, করলা ইত্যাদি) উৎপাদন করা হয়েছে। বর্ষাকালে চাষযোগ্য জমি তলিয়ে যাওয়ার ফলে দেশের চরাঞ্চলের অনেক কৃষক ও শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। একই ধরনের চিত্র বাংলাদেশের হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান। 'ইফকাস' পদ্ধতিতে নদীতে ভাসমান খাঁচায় মাছ ও উচ্চমূল্যের শাক-সবজি চাষের মাধ্যমে চরাঞ্চল ও সমধর্মী এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে গবেষকগণ মনে করেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বদ্ধ জলাশয়ে এই প্রযুক্তিটির অভিযোজিত ট্রায়াল সম্পন্ন করা হলেও উন্মুক্ত জলাশয় বা চরাঞ্চলে এ প্রযুক্তির ট্রায়াল পূর্বে করা হয়নি। যেহেতু স্বল্প পুঁজিতে 'ইফকাস' পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায়, ফলে উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় অধিক লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া নিরাপদ উপায়ে মাছ ও শাক-সবজি চাষ করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ও পারিবারিক পুষ্টির যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এ প্রযুক্তিটি জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া কৃষকদের বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ও বহুবিধ ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে ইফকাস প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বার্ডে কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ

৩র্থ পৃষ্ঠার পর

মামুন। সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি (সিআইসিএস) লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং ড. মোঃ কামরুল হাসান, পরিচালক (প্রকল্প), বার্ড। সেমিনারের মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব আবু মাসুদ জিয়াউল করিম, সাপ্লাইচেইন কনসালটেন্ট । আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিআরএল), বার্ড এবং জনাব ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম পরিচালক, বার্ড। উক্ত সেমিনারে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডার, দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধি এবং বার্ডের অনুষদবর্গসহ ৪২ জন অংশগ্রহণকারী মুক্ত আলোচনায় তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত সেমিনারের সেমিনার পরিচালক ও সহকারী সেমিনার পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম-পরিচালক এবং কাজী ফয়েজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটনের ভূমিকা

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। সেমিনারে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন সেমিনার পরিচালক ও বার্ডের প্রশাসন বিভাগের সম্মানিত পরিচালক জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপনার উপর আলোচনা করেন বার্ডের প্রশিক্ষণ বিভাগের সম্মানিত পরিচালক জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন। সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব জোনায়েদ রহিম, উপ পরিচালক, বার্ড ও জনাব আবদুল্লা-আল মামুন, সহকারি পরিচালক, বার্ড।

একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২)

বার্ডের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। প্রতিবছর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সংযুক্তি, অবহিতকরণ ও পরিদর্শন কর্মসূচি, প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া বার্ড সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে আয়োজন করে থাকে। চলতি অর্থ বছরের **জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২** সময়ে বার্ডে বিভিন্ন ধরনের সর্বমোট **৩১টি** প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/সেমিনার পরিচালনা করেছে। এসব কোর্সে **৯৫১ জন পুরুষ ও ৮১১ জন মহিলাসহ মোট ১৭৬২ জন** প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। নিম্নে বার্ডের **জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২** সময়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোক্তা সংস্থা/ এজেন্সীল নাম	মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	**বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স**					
১.১	১৪৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮ জুলাই - ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২	নিপোর্ট	২৮	১	২৯
১.২	১৫০তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	০১ আগস্ট - ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	২৮	২২	৫০
১.৩	১৫১তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	০১ আগস্ট - ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	২৯	২১	৫০
১.৪	১৫২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮ সেপ্টেম্বর - ১৬ নভেম্বর ২০২২	এলজিইডি	৩৪	৬	৪০
২	**ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স**					
২.১	Induction Training Course	০১-৩০ আগস্ট ২০২২	বার্ড	১০	০	১০
২.২	'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (১ম ব্যাচ)	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২	বার্ড	২৭	৩	৩০
২.৩	'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (২য় ব্যাচ)	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২	বার্ড	১৫	১৫	৩০
৩.	**প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ কোর্সঃ**					
৩.১	**বার্ডের স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স**					
৩.১.১	এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের জন্য বার্ডের স্ব-উদ্যোগে প্রশিক্ষণ Development Management বিষয়ক কোর্স	১৮-২২ সেপ্টেম্বর ২০২২	বার্ড	১৩	২	১৫
৩.২	**অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স**					
৩.২.১	"প্রশাসনিক কাঠামো, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৮-৩০ জুলাই ২০২২	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	২০	৭	২৭
৩.২.২	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	১৭-১৯ জুলাই ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৪৯	৪৯
৩.২.৩	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	২১-২৩ জুলাই ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৪৯	৪৯
৩.২.৪	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (৩য় ব্যাচ)	২৫-২৭ জুলাই ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৪৯	৪৯
৩.২.৫	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (৪র্থ ব্যাচ)	০১-০৩ আগস্ট ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৫০	৫০
৩.২.৬	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (৫ম ব্যাচ)	১০-১২ আগস্ট ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৫০	৫০
৩.২.৭	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (৬ষ্ঠ ব্যাচ)	১১-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৫০	৫০
৩.২.৮	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (৭ম ব্যাচ)	২৩-২৫ আগস্ট ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৫০	৫০
৩.২.৯	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (৮ম ব্যাচ)	২৭-২৯ আগস্ট ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৫০	৫০
৩.২.১০	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (৯ম ব্যাচ)	৩০ আগস্ট - ০১ সেপ্টেম্বর ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৫০	৫০

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোক্তা সংস্থা/ এজেন্সীল নাম	মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.২.১১	তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীদের 'রিফ্রেশার্স' প্রশিক্ষণ কোর্স (১০ম ব্যাচ)	০৫-০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	তথ্য আপা প্রকল্প	০	৫০	৫০
৩.২.১২	'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	১৮-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	এলডিডিপি	১৯	৬	২৫
৩.২.১৩	'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	১৮-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	এলডিডিপি	১৮	৭	২৫
৪	**সংযুক্তি/অবহিতকরণ/পরিদর্শন/গাইডেড ভিজিট কর্মসূচিঃ**					
৪.১	**সংযুক্তি কর্মসূচিঃ**					
৪.১.১	'পল্লী উন্নয়ন' বিষয়ক সংযুক্তি প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০ আগস্ট- ০২ সেপ্টেম্বর ২০২২	কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪	২৩	৫৭
৪.২	**অবহিতকরণ কর্মসূচিঃ**					
৪.২.১	সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিপিএড শিক্ষার্থীদের বার্ড পরিদর্শন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মসূচি	২২ আগস্ট ২০২২	সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	১১১	২৩	১৩৪
৪.২.২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী-এর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (এমআইএস) বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের বার্ড পরিদর্শন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মসূচি	২২ আগস্ট ২০২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৮	২৭	৪৫
৪.২.৩	লোক প্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের (৩য় বর্ষ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য Rural Development in Bangladesh পাঠ্যক্রম-এর আওতায় বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি	১৭ সেপ্টম্বর ২০২২	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৪০	৩৪	৭৪
৫.	**কর্মশালা /সেমিনার/সম্মেলনঃ**					
৫.১	**কর্মশালা**					
৫.১.১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২	বার্ড	৪৮	১৫	৬৩
৫.২	**সেমিনার**					
৫.২.১	'ড. আখতার হামিদ খাঁন: তাঁর জীবন, কর্ম, পল্লী উন্নয়ন দর্শন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক সেমিনার	১৮ জুলাই ২০২২	বার্ড	২৫৭	৬০	৩১৭
৫.২.২	মুজিব'স বাংলাদেশঃ পল্লী উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যটনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার	১৭ আগস্ট ২০২২	বার্ড	৭৪	১১	৮৫
৫.২.৩	কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি (সিআইসিএস)-এর ক্রিমারি কারখানা আধুনিকায়ন বিষয়ক সেমিনার	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	বার্ড	৩৫	৩	৩৮
৫.৩	**সম্মেলন**					
৫.৩.১	বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন ২০২২-২০২৩	২০-২১ আগস্ট ২০২২	বার্ড	৮০	১১	৯১
৬.	**প্রকল্প পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্সঃ**					
৬.১	**বার্ড-এর প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্স**					
৬.১.১	"অভিযোজিত কৃষি উৎপাদন এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৬-২৮ জুলাই ২০২২	অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন প্রকল্প	১৩	১৭	৩০
৬.১.৩	এসডিজি'র অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গ্রামীণ নারী ও তরুণীদের দলীয় সক্ষমতা এবং সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প	-	৩৬	৩৬
			মোট ৩২ টি =	৯৫১	৮৪৭	১৭৯৮ জন

বার্ডে গবেষণা কার্যক্রম (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় Millennium Development Goals এর আলোকে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করেছে। এছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals, বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ড ১০টি গবেষণা পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

১. Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh

২. Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages

৩. Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages

৪. Climate Change Effects on the Coastal Livelihoods: A Case of South-Western Bangladesh

৫. Agro- Forestry in Achieving Food Security of Upland Smallholders: A Case on Lalmai Hill Areas of Cumilla District

৬. Farmer's Knowledge, Attitude and Practice of Mastitis in Cow

৭. Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM)

৮. Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur

৯. Development Philosophy of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Reflection in Rural Development Policies, Strategies and Initiatives.

১০. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর কমিউনিটি রেডিও'র প্রভাব

১১. Information and Communication Technology in Agriculture in Bangladesh

১২. জীবন ও জীবিকাঃ একটি ইউনিয়ন সমীক্ষা

১৩. Post Training Utilization of Cow Rearing and Beef Fattening Training Program Sponsored by the Amar Bari Amar Khamar Project

১৪. Problems and Prospects of Farmer's Cooperative Societies in Bangladesh

১৫. Factors Affecting Rural Urban Migration and Rural Change: Cases of Two Villages in Bangladesh.

বার্ডের সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh

২. Role of Agricultural Cooperatives in Ensuring Farmer's Wellbeing: Cases of some Selected Areas of Bangladesh

৩. Sustainability of Digital Service Centers: A Case of Union Digital Centers (UDCs) in Bangladesh

৪. Governance through Gram Committee in Participatory Rural Development Project in Bangladesh

৫. Impact of COVID-19 Pandemic on Rural Livelihood

৬. Rural Transforming and Social Wellbeing of Selected Villages in Bangladesh

৭. Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government

বার্ডের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়

২. Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Cases of Five Districts of Bangladesh

৩. পল্লী এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বার্ডের করণীয়

৪. ঋষি দলিত উদ্যোক্তা: জীবন ও জীবিকায়ন

৫. Problems and Prospects of Farmer's Cooperative Societies in Bangladesh

বার্ডে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২)

(ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা: বাংলাদেশের ০৫টি বিভাগের ১৫টি জেলার ১৬টি উপজেলা।
প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৩
বাজেট: ৬৪,২০,৪৭,০০০.০০ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা: জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সংগঠন করা এবং স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ:

১. উন্মুক্ত সদস্যপদ;
২. উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ;
৩. প্রশিক্ষিত বিষয় ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টি;
৪. সমিতির নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ;
৫. স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৬. অর্থনৈতিক ও আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রম গ্রহণ;
৭. সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
৮. মাসিক যৌথ সভা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি উপজেলায় প্রকল্পের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত ৯৩,৫৫০ জন সমবায়ীকে মাসিক যৌথসভায় অংশগ্রহণ ও ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- চলতি অর্থবছরে অর্থছাড় না হওয়ায় গ্রামকর্মীর ভাতা পরিশোধ স্থগিত রয়েছে।
- গ্রাম জরিপের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে প্রকল্পে নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৯ (উনিশ)টি উপজেলায় মোট ১১৪০টি গ্রাম তথ্য বই তৈরির লক্ষ্যে কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের বিষয়টি পউওসবিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১১৭৫.৪৬ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্পের শুরু থেকে জুন-২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২৪৩০.৮০ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্পের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৬০ দিনব্যাপী বিশেষ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৯৫৪ জন পুরুষ এবং ৫৪০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ০২/০৪ দিনব্যাপী রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২। "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৩
বাজেট : ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে এটি আরও দক্ষতার সাথে দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রয়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ :

১. বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচ রোড সংস্কার;
২. ওয়াকওয়ে নির্মাণ;
৩. বাউন্ডারী ও ওয়ালের অংশ বিশেষ পুনঃনির্মাণ;
৪. হোস্টেল মেরামত, সংস্কার/আধুনিকায়ন;
৫. অফিস সরঞ্জামাদি/আসবাবপত্র ক্রয়;
৬. অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/নির্মাণ;
৭. বার্ডের ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন;
৮. ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ;
৯. লন টেনিস কোর্ট নির্মাণ;
১০. বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক ওয়াশরুম নির্মাণ;
১১. হোস্টেলের জন্য অপেক্ষাগারসহ অভ্যর্থনা অফিস নির্মাণ;
১২. বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক রান্না ঘর নির্মাণ/সংস্কার;
১৩. বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থিত দুটি পুকুরখনন এবং এর পাড় বাঁধাইকরণ;
১৪. বার্ডের অভ্যন্তরীণ ড্রেইনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন/সংস্কার;
১৫. বদ্ধ পরিবেশে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষের জন্য স্পাউটিং ফাউন্টেইন স্থাপন; এবং
১৬. পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোসরোড সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল এবং হোস্টেলের সংস্কার এর কাজ, অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন সংস্কার/আধুনিকায়ন এর কাজ চলমান রয়েছে।
- জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Preliminary Architectural Design প্রণয়নের কাজ চলমান।
- টেন্ডার যাচাই বাছাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- টেন্ডার যাচাই বাছাই পূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- পত্রিকায় পূনঃ টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। "খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পল্লী এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের ১৩টি এবং ভবানিপুর ইউনিয়নের ২৫টি গ্রাম।
প্রকল্পের বাজেট : ২০.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০২২- জুন ২০২৫
প্রকল্পের উদ্দেশ্য : স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- মুগুজী ও হরিপুর (দঃ) গ্রামে গ্রাম সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী বির্ধারিত হারে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় করা হয়েছে।
- ২দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।

২। "গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রাম
প্রকল্পের বাজেট ঃ ১৬.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নের উৎস ঃ বার্ড রাজস্ব খাত
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০২২- জুন ২০২৫

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ নারীদের বিশেষত: সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের নারীর অর্ন্তভূক্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুবিধা সৃষ্টি এবং টেকসই শিক্ষার মাধ্যমে আত্ম-সক্রিয়তা অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে আয়, উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রত্যাশিত মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক ও মানবিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- ৪টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- মোট সদস্যভুক্তি ১১১৬ জন এবং মোট পরিবারভুক্তি ৯৩৬টি।
- ৬টি নিয়মিত প্রশিক্ষণ ক্লাশের মাধ্যমে ২৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় ২,৩৬,০০৫/- টাকা জমা হয়েছে। শেয়ার ৮২,১৬০/- টাকা জমা করা হয়েছে।
- ৩৯ জন সদস্যের মাঝে ৫,৪০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ৬,৪৮,২০০/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

• উইড প্রতিবেদন মাসিক ত্রৈমাসিক ও গ্রাম উন্নয়নের সংখ্যার জন্য প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে।
• গ্রাম সফর করা হয়েছে ৬ বার।

৩। "বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও সবজি চাষ গবেষণা প্রদর্শনী" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড
প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের বাজেট ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
• ১০০ কেজি সার উৎপাদন করা হয়েছে।
• নতুন জনবল নিয়োজন করা হয়েছে।

৪। "জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণে বাস্তবায়নযোগ্য মডেল তৈরী" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড
প্রকল্প এলাকা ঃ চৌদ্দগ্রাম উপজেলা
প্রকল্পের বাজেট ঃ ১১.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
• বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
• ভিত্তি জরিপ কার্যক্রম পরিচলনার জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
• FGD শুরু করার জন্য চৌদ্দগ্রাম উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

৫। "গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার সদর, সদর দক্ষিণ ও বুড়িচং উপজেলার ৬৮টি গ্রাম
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ২০,০০,০০০.০০ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ
সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
ক) বার্ড অংশের কার্যক্রমের অগ্রগতি
• ২৩৫ জনের মাঝে ১৫টি করে মোট ৩৫২৫টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
• সর্বমোট ৩,০০০ জনকে ২৫,০০০/- টাকা করে মোট ৭,৫০,০০,০০০/- বিশেষ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
• সেপ্টেম্বর মাসে ২,৭৮,২০০/-টাকাসহ সর্বমোট ৬,১১,১৪,১৮৫/- টাকা বিশেষ ঋণ আদায় করা হয়েছে (আদায়ের হার ৭৫%)।

খ) প্রতিবেদনকালীন সময়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের বার্ড অংশের কার্যক্রমের অগ্রগতি
• ১২,৫২,২৩৮/- টাকাসহ সর্বমোট ৬,৮৫,৮২,৬১৯/- টাকা সঞ্চয় আদায় করা হয়েছে।
• ৩০৩ জনকে ২,১০,৬৭,০০০/- টাকাসহ সর্বমোট ৯,২১৩ জনকে ৩৪,১২,২৪,২০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
• ১,৭০,০৮,৭৫২/- টাকাসহ সর্বমোট ১৯,৫৭,৫৩,২৩২/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে (আদায়ের হার ১১২%)।

৬। "পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১০ - জুন ২০২৩
প্রকল্পের বাজেট ঃ ১৮.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ
এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
• ০২টি ইউনিয়নে (বিজয়পুর ও বারপাড়া) মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।
• জনগণের পরিচিতির একটি খসড়া ভিডিও মহপরিচালক মহোদয় ও বার্ডের পরিচালকগণের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
• মোট ব্যয় হয়েছে ৩০,০০০/- টাকা।

৭। "কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাসের কৃষি গবেষণা ও প্রদর্শনী কমপ্লেক্স, কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও আদর্শ সদর উপজেলা।
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ১৫.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শস্য উৎপাদন, মূলত: ধান উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার জন্য চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ। প্রাপ্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের নীতি নির্ধারনে পরামর্শ প্রদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
• চলমান অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৫ লক্ষ টাকার একটি বাজেট, বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়েছে।
• প্রকল্পভুক্ত এলাকা লাকসামে আউশ মৌসুমে রোপনকৃত ধান ফসলের উপর জমির মালিকদের নিয়ে একটি ফসল কর্তনের মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
• চলমান আমন মৌসুমে ধান ফসল উৎপাদনের জন্য ধানের চারা রোপন করা হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত রয়েছে।
• প্রকল্পভুক্ত এলাকা রায়চোঁতেও আমন মৌসুমের ধান ফসল উৎপাদনের জন্য ধানের চারা রোপন করা হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত রয়েছে।

৮। "বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ, ছাগল ও পোল্ট্রি খামার" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২৩
প্রকল্পের বাজেট ঃ ২৬.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ
(১) গাভী ও ছাগল পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন;
(২) বার্ডের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
(৩) গাভী ও ছাগল পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ;
(৪) গ্রামের খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
• ২০২২-২৩ অর্থ অছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে।
• দানাদার খাবার সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠান তালিকাভূক্তিকরণের লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।
• ছাগলের খামারের চারিদিকে বাউন্ডারি তৈরি করে চারণভূমি বানানো হয়েছে।
• খামারের ঘাসের প্লট পরিচর্যা কাজ অব্যাহত রয়েছে।
• খামারের ৭ টি বকনাকে বীজ দেয়া হয়েছে।

৯। "মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ অক্টোবর ২০১৮- আগস্ট ২০২৩
বাজেট ঃ ৩.০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
১. টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ (পিউর কালচার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ;
২. পিউর কালচার থেকে মাদার কালচার তৈরি করা;
৩. মাদার কালচার থেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা;
৪. বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা;
৫. চাষী পর্যায়ে মাশরুম উৎপাদন চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
৬. উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজন বিপণন নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- চলমান অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩ লক্ষ টাকার একটি বাজেট, বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়েছে।
- মাশরুম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরন ক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক স্পন তৈরির কাজ অব্যাহত রয়েছে।
- উৎপাদিত মাশরুমসমূহ বার্ডের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিক্রয়ের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

১০। "বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ৪.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা;
২. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা; এবং
৩. মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- ৮০ কেজি রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের পোনা বিক্রয় করা হয়েছে।
- বায়োফ্লক ও একোয়াপনিক্স ইউনিটের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট : ৪,০০,০০০/- টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০,০০০/- টাকা।

১১। "কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে মৎস চাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ৪.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্লাবনভূমিতে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে এলাকার তরুন ও দরিদ্র জেলেদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- আতাকরা-মিজিয়াপাড়া একতা মৎস্যচাষ কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ এর বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৬ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাধারণ সভায় বার্ষিক লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৩টি এন্টারপ্রাইজে মৎস্যচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ০১ দিনব্যাপী গ্রাম সফর করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য বাজেট : ৪,০০,০০০/- টাকা।

১২। "বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ১.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো উন্নত মানের ফলের জাত সংরক্ষণ করা। মাতৃবাগান সৃজনের মাধ্যমে উন্নত জাতের গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করা। উৎপাদিত চারা সুলভ মূল্যে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা। ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- প্রুনিং করা হয়েছে।
- আন্তঃ পরিচর্যা চলমান রয়েছে।

১৩। "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৩
বাজেট ঃ ২২.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বিষয়ে ০৩টি চরের সমিতির সুফলভোগীদের সাথে ০৩টি সভা করা হয়েছে।
- তিনটি চরে সুফলভোগীদের বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজীর চাষাবাদের কাজ চলমান রয়েছে।
- গোমতী নদীর চর নতুন হাসনাবাদ গ্রামে উৎসাহিত কৃষক দ্বারা ৫০ হাত দৈর্ঘ্য × ৬ হাত প্রশস্ত × ৫ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট দুইটি ভাসমান বেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং তিন প্রজাতির লাউ, তিন প্রজাতির স্কোয়াস, দুই প্রজাতির মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, মরিচ, বেগুন, লাল শাক ইত্যাদি চাষাবাদ করা হয়েছে।
- পুরাতন চরচাষী গ্রাম, গজারিয়ায় সমন্বিত কৃষি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পুকুরের পাড় ও নির্মাণকৃত দুটি ঝুলন্ত মাঁচায় (১৫ ফুট দৈর্ঘ্য × ১০ ফুট প্রশস্ত) দুই প্রজাতির লাউ, দুই প্রজাতির স্কোয়াস, দুই প্রজাতির মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া ইত্যাদির চাষাবাদ করা হয়েছে।
- এই পদ্ধতিতে তিন স্তর বিশিষ্ট সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। নীচের স্তরে ভাসমান খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ হচ্ছে এবং গড় ওজন প্রায় ৯০০ গ্রাম পাশাপাশি দ্বিতীয় স্তরে খাঁচায় উপরিভাগে প্লাস্টিক ট্রেতে উচ্চমূল্যের পাতা জাতীয় (পুদিনা) এবং তৃতীয় স্তরে বিভিন্ন লতানো সবজি (লাউ, চালকুমড়া, শিম ইত্যাদি) উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, মেঘনা উপজেলায় গৃহীত নতুন গ্রাম চর কাঁঠালিয়ায় নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ করার জন্য ০৫ জন চাষীকে দলবদ্ধ করে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- চরের সুফলভোগী সদস্য, দোকানদার, কমিউনিটি পর্যায়ের নারী ও স্কুলের শিশুদের নিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার কার্যক্রমের জন্য সভা করা হয় ও পলি বর্জ্য ভর্তি বস্তা গ্রহণ করা হয়।
- সমিতিসমূহ থেকে পুরাতন চরচাষী গ্রাম, মুন্সীগঞ্জে ১৭ জন সুফলভোগীকে ১,৭০,০০০.০০ টাকা এবং নতুন হাসনাবাদ গ্রাম, কুমিল্লায় ০৭ জনকে ৭০,০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের সমবায় সমিতির সুফলভোগী কৃষক ও উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক উৎপাদিত ও তৈরিকৃত কৃষি ও অকৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও প্রত্যাশিত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে 'চর বাজার' নামে একটি ফেইসবুক পেইজ খুলে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ইতোমধ্যে পণ্য বিক্রয় শুরু করা হয়েছে। সমিতির নির্ধারিত মোবাইল নম্বরে বিকাশ ও নগদ অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করা হচ্ছে। এছাড়া, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পণ্য ক্রেতার নিকট প্রকল্পের মাঠকর্মীর দ্বারা প্রেরণ করা হচ্ছে।
- ৩ দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।
- সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১,৩০,৯৫০/- টাকা

১৫। "কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৩
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড
প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা।
প্রকল্পের বাজেট : ৮.০০ লক্ষ টাকা (২০২২-২০২৩)

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- মাদ্রাসাগুলোর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
- Skill Based Special Training আয়োজনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং পল্লীর নারী উন্নয়নে বার্ডের কার্যক্রম

নাছিমা আক্তার, পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব), বার্ড
সাইফুন নাহার, উপ-পরিচালক, বার্ড

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকে এগিয়ে চলেছে, তা সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজ জীবনে ব্যাপক হারে নারীর সম্পৃক্ততার কারণে। নারী যখন এগিয়ে যায়, তখন পরিবার, সমাজ এবং দেশও এগিয়ে যায়। নারীর অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে, বাধা দেয় এমন যা কিছু তা শুধু নারীকে নয় দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে একটি দারিদ্রমুক্ত উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার প্রত্যয় ঘোষণা করছে। জাতিসংঘের মানবসম্পদ প্রতিবেদন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিস্ট ফোরামসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে নানা কারণে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সামাজিক, অর্থনৈতিক সূচকে এগিয়ে আছে এবং এগিয়ে চলেছে। এটি সম্ভব হয়েছে দেশে নারীর ক্ষমতায়ন তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে নারীর সম্পৃক্ততার কারণে। তবে মনে রাখার বিষয়, বাংলাদেশে এ দৃশ্যের উল্টো পিঠে আছে নারীর অসহায়ত্বের, বঞ্চনার, বৈষম্যের আর নির্যাতনের ছবি। বাংলাদেশে চলমান সময়ে নারী নির্যাতন সমস্ত অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। নারীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা আর উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার বিপরীতে কাজ করছে নানা চ্যালেঞ্জ। আর চ্যালেঞ্জসমূহই হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের পথে পাহাড় প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা।

এসডিজি অনুসারে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হচ্ছে-

৫.১ সকল ক্ষেত্রে সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ।

৫.২ পাচার, যৌন নির্যাতন এবং সকল ধরনের নির্যাতনসহ জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সব নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা রোধ।

৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর জননাঙ্গ ছেদনসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর চর্চা বিলোপ।

৫.৪ সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া, অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরিবিহীন সেবা ও গার্হস্থ্য কাজকে স্বীকৃতি দেয়া ও মূল্যায়ন করা এবং সাংসারিক ও পারিবারিক কাজের দায়-দায়িত্বে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যা নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে যথাযথ।

৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানের জন্য নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ।

৫.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা, বেইজিং কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে পর্যালোচনামূলক সভায় গৃহীত ও সর্বসম্মত ঘোষণার আলোকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সবর্জনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ।

৫.৭ জাতীয় আইন অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পদে নারীদের সমঅধিকার এবং ভূমি ও বিভিন্ন রকমের সম্পদ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সংস্কার সাধন।

৫.৮ নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নারীবান্ধব প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

৫.৯ সব পর্যায়ের সকল নারী ও মেয়ে শিশুর সমতা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথার্থ নীতিমালা ও বাস্তবায়নযোগ্য আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ।

পল্লীর নারী উন্নয়নে বার্ডের কার্যক্রম ও পটভূমি ঃ

কোন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পল্লী উন্নয়নের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পল্লীর জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ জীবনে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও এনজিও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সুফলভোগে পল্লী এলাকার যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা এদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে।

নারী উন্নয়নে প্রারম্ভিক অবস্থা ঃ

ষাটের দশকের পূর্বে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পল্লীর উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হত না। বিভিন্ন সময়ে তারা ছিলেন অবহেলিত। উনবিংশ শতাব্দীতে নারীর স্বাধীনতা ও সচেতনীকরণের ইতিহাসের শুরু হলেও সামাজিকতার বেড়াজালে আবদ্ধতা ও বর্হিমুখী চলাচলের সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের নারীদের প্রাচীন কালের মতই কুপমন্ডুপ করে রেখেছিল। ফলে কৃষি কাজ বা শিক্ষাসহ যে কোন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ ও নিজেকে সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদি ছিল তাদের ধারণার বাইরে।

উন্নয়নের মূলস্রোতে নারী সম্পৃক্ততা ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য এবং ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রম ইত্যাদি পরীক্ষামূলক প্রকল্প কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নে বার্ড বিগত ষাট দশক যাবৎ বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং অধিকাংশই সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে যেগুলোর বেশিরভাগই বর্তমানে সরকারী এবং বিভিন্ন এনজিও মডেল হিসেবে গ্রহণ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস্তবায়ন করছে। এমনকি বিভিন্ন দেশেও এসকল মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে।

নারী উন্নয়নে ধারাবাহিক প্রকল্প ঃ

বিগত ষাট দশকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) পল্লী উন্নয়নের পথিকৃত হিসেবে পল্লী নারীদের সম্পৃক্ত করে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : একাডেমি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে V-AID এ প্রথম ১০ জন নারী কর্মী নিয়োগ, ১৯৬২ সনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে "মহিলা শিক্ষা ও গৃহ উন্নয়ন" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প, ১৯৫৯-৬০ সময়ে নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ১৯৬৩ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে নারী শিক্ষক নিয়োগ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তি যা পরবর্তীতে সরকারকে বিদ্যালয়ে নারী কোটা প্রথা চালু করায় উৎসাহিত করে, নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু মৃত্যুরোধে ১৯৬২ সনে দাই কর্মসূচি, ১৯৬১ সনে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, ১৯৬২ সনে "পল্লী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রকল্প", ১৯৭৪ সনে যুব উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০০৮-২০১১ মেয়াদে Gender Rights Operation and Violance Elimination (GROVE) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং বার্ডের চলমান মশিআপুউ প্রকল্প কার্যক্রম ঃ

বার্ড কর্তৃক পরিচালিত মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (মশিআপুউ) কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বরুড়া ও বুড়িচং উপজেলায় চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি গ্রামীণ নারীদের পরিবারিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সামাজিক উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। মশিআপুউ প্রকল্পের ২০টি কম্পোনেন্টের মধ্যে জেন্ডার সমতা, আয় উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাসহ যে বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত রয়েছে তা বাস্তবায়নে ২৪ টি সংগঠনের ১১১৬ জন সদস্য ও উপকারভোগী কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনভূক্ত কর্মীরা নিয়মিত পাক্ষিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতোমধ্যে অবহিত হয়েছেন এবং এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

মশিআপুউ প্রকল্প কর্তৃক প্রতি বছর আয়োজিত বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলনে গ্রামীন নারীরা তাদের সংগঠনের বিগত বছরের অর্জন ও আগত বছরের পরিকল্পিত কার্যক্রমের অগ্রগতি সকলের সামনে তুলে ধরা ও কম্পিউটার ভিত্তিক উপস্থাপনার মাধ্যমে তাদের আইসিটি জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে।

মশিআপুউ প্রকল্পের গ্রাম সংগঠনভূক্ত নারীরা বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পেয়ে থাকেন। এসব নারীদের যুগপোযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কম্পিউটার চালনা, মোবাইল সার্ভিসিং ও পার্লারিং দক্ষতা উন্নয়ন; গার্মেন্টস প্যাটার্ন,

সারণী ঃ মশিআপুউ প্রকল্পভূক্ত গ্রামের মহিলা সংগঠনের সাধারণ পরিচিতি ও নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণমূলক অঙ্গভিত্তিক বার্ষিক পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি, ২০২২

ক্রঃ নং	গ্রাম ভিত্তিক মহিলা সংগঠনের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	সদস্য ভূক্তির সংখ্যা	প্রশিক্ষণ/ সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	সঞ্চয়-শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি গঠন		ঋণ গ্রহীতা নারীদের সংখ্যা ও টাকার পরিমান		নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ
			নারী (৯১%)		২০২১-২০২২	ক্রমপুঞ্জিত ২০২২	২০২১-২০২২	ক্রমপুঞ্জিত	
১.	দূর্গাপুর মহিলা সংগঠন	১৬.০৬.১৯৭৪	৮৫	৪৪	২,৩০০/-	৬,২৪,০৪৬/-	-	৯,৮৩,০০০ (২৩৪ জন)	গবাদি পশু পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ
২.	নামতলা মহিলা সংগঠন	০৫.০৫.১৯৭৯	৭৩	৪২	২,৩৪,৭৯০/-	৭,৪৭,০২৫/-	৬,০০০০০/- ৩৫ জন	২০,৫০,০০০/- (৩৩২ জন)	দুগ্ধ খামার, তার্কি মুরগীও কবুতর ব্যবসা
৩.	রুপুদ্দি মহিলা সংগঠন	১৬.৮.২০০২	৯০	৪০	২,৫৬,২২০/-	১৩,০৪,৩৯৬/-	৩,৭০,০০০/- ১৪ জন	৪৩,৪৫,০০০/- (২৪৫ জন)	কৃষি ও বীজ ব্যবসা
৪.	দক্ষিণ রামপুর মহিলা সংগঠন	১০.০৫.১৯৯৩	৬২	৩৮	৬১,৫৯০/-	৮,৬০,২১৯/-		১২,৯২,৫০০/- (১৫৩ জন)	মৎস চাষ ও জাল ব্যবসা
৫.	যাত্রাপুর মহিলা সংগঠন	০৩.০৭.১৯৮৭	২৫	২৮	-	৩৫,৬৫০/-	-	৮,৬৮,০০০/- (১১০ জন)	কৃষি কাজ, মুদি ব্যবসা
৬.	হোসেনপুর মহিলা সংগঠন	০৩.০৩.১৯৯৮	২০	৩০	১৬,৫৫০/-	৬,৯৫,৭৭০/-	-	৪,০৯,৪৬৫/- (১৪৮ জন)	কৃষি ও সবজি ব্যবসা
৭.	মুরাদপুর মহিলা সংগঠন	০৮.১২.২০১৯	২৫	২৪	-	১,০০০/-	-	-	মাছ ও শুটকি, কাঠের ব্যবসা
৮.	হরিপুর মহিলা সংগঠন	০১.০৭.১৯৭৯	২৯	১৬	-	১,০৫,০১৫/-	-	৯,৮৯,৮০০/- (২২৫ জন)	কাঠের ব্যবসা, সিএনজি ভাড়া
৯.	অরণ্যপুর মহিলা সংগঠন	০৬.০৩.২০০০	২০	৩০	১০,৮০০/-	৫৬,৩২৭/-	-	৮৪,৭০০/- (২০ জন)	মৎস চাষ ও জাল ব্যবসা
১০.	রত্নবতী মহিলা সংগঠন	১১.০৩.১৯৯৮	৪২	৩২	-	১,৬১,৮৫৬/-	-	২,৩২,৫০০/-(৪১ জন)	কৃষি ব্যবসা, গরু ব্যবসা
১১.	উজিরপুর মহিলা সংগঠন	১২.০৪.২০০২	৮২	৪৪	১,৪৪,৫৭৫/-	১২,৬৯,৩০৩/-	৪,৭০০০০/- (২০ জন)	২০,৪৭,০০০/- (২৯৪ জন)	কৃষি ও বীজ ব্যবসা, সেলাই ও কাপড় ব্যবসা
১২.	ধনুয়াইশ মহিলা সংগঠন	০২.০৮.২০০৪	৫৮	৪৪	২৭,৯৯০/-	৯,৪৯,২৩৪/-	১,৮০,০০০/- (১২ জন)	১৮,৭৭,০০০/- (১৩৯ জন)	কৃষি ও বীজ ব্যবসা
১৩.	দূলর্ভপুর মহিলা সংগঠন	০৩.১০.২০০৪	৮২	৩৮	৯১,০৮৪/-	১৮,১৪,২৮৫/-	-	৩৬,৪২,৫০০/- (৩৫২ জন)	হাঁস মুরগী, গরু ব্যবসা
১৪.	শালমানপুর মহিলা সংগঠন	০৬.১২.২০০৪	৭১	৪৪	১,৬৯,৮৬০/-	১৪,৬১,০৮৭/-	৭,৫০,০০০/- (১৬ জন)	২৩,৩৫,৫০০/- (১১৮ জন)	বুটিকস ও কাপড়, বায়োফ্লক্স মৎস ব্যবসা
১৫.	দঃ কালিকাপুর মহিলা সংগঠন	১৫.১২.২০০৪	২০	১৬	-	৬৩৭/-	-	৩০,০০০/- (০৫ জন)	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ
১৬.	তেতৈয়ারা মহিলা সংগঠন	১৫.১২.২০০৪	২৮	৩৬	১৬,৯১০/-	৩,৯৩,৩০৩/-	১,০০০০০/- (১৮ জন)	৬,৭৬,১০০/- (১৩০ জন)	পার্লারিং, হাঁস মুরগী পালন
১৭.	শ্রীমন্তপুর মহিলা সংগঠন	২৪.০৫.২০০৫	১৯	৪২	৫৯,২১০/-	৪,১১,৩৫৬/-	৩,০০০০/- (০৮ জন)	৬,২২,৬৩৫/- (৯৩ জন)	কৃষি, নার্সারী, মৎস চাষ
১৮.	দৌলতপুর মহিলা সংগঠন	০২.০৩.২০০৬	৪২	৩৬	-	৪,৬৯,৬৮৬/-	-	৫,৭৮,৪০০/- (১৮৫ জন)	কাপড় সেলাই, ব্যাগের ব্যবসা
১৯.	রামপুর মহিলা সংগঠন	০৭.০৫.২০০৬	২৬	৪৪	৭,০৪০/-	১,০৮,৯৪৫/-	-	২,৯৫,০০০/- (২৫ জন)	হস্ত শিল্প, পার্লারিং
২০.	রাজাপাড়া মহিলা সংগঠন	১৭.০৩.২০০৮	৪৫	৩০	৪৯,৬১০/-	২,৬৫,৭২১/-	-	৫,৬০,০০০/- (৪০ জন)	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, দোকান
২১.	ছোটআলমপুর মহিলা সংগঠন	০১.০৯.২০০৮	৮৬	৪৪	১,৫০০/-	৬,০৭,০৪০/-	-	১৭,২১,৫০০/- (১৫০ জন)	হস্ত শিল্প, শোপিচ সামগ্রী
২২.	বাড়াইপুর মহিলা সংগঠন	১২.০২.২০১২	৩০	৩৬	৪,৮৭০/-	৬৮,৭৩৫/-	-	-	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বাঁশ, বেত সামগ্রী
২৩.	বড়বামিশা মহিলা সংগঠন,	১১.০৩.২০১২	২৪	২৪	-	৩৬,০৯০/-	-	২০,০০০/- (১০ জন)	ডেকোরেশন, দোকান ব্যবসা
২৪.	শাসনগাছা মহিলা সংগঠন	০৪.০৯.২০২০	৩২	৩৪	২২,৩৩০/-	২২,৩৩০/-	-	-	কৃষিকাজ, নকশী কাঁথা, কাপড় ব্যবসা,
		মোট	১,১১৬	৮৩৬	১১,৭৭,২২৯/-	১,২৪,৬৯,০৫৬/-	২৫,০০,০০০/- (১২৩ জন)	২,৫৬,৬০,৬০০/ (৩০৩৯ জন)	

মশিআপুউ প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীর একাংশ।

ফ্যাশন ডিজাইন ও নকশা মেকিং কার্যক্রম; প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ও পরিবেশ উন্নয়ন; পারিবারিক দ্বন্দ্ব, নির্যাতন প্রতিরোধ ও অগ্রসর আইনী শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নারীরা আয় ও উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করছেন। এছাড়া মশিআপুউ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের যুগপোযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস যার মাধ্যমে নারীদের আয়ের পথ সুগম হচ্ছে এবং নারীরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে।

প্রকল্পভূক্ত ১১১৬জন সুফলভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী অধিকার ও সচেতনতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা সংগঠনের মাধ্যমে উপকৃত হয়। প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় গ্রাম সংগঠনভূক্ত নারীরা নিজেদের উন্নতি করার ক্ষেত্রে সংগঠনের নিজস্ব তহবিল থেকে বছরান্তে লাভ/ সুদের হার ৯% হিসাবে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ যেমন গরু মোটাতাজাকরণ, ফ্যাশন ডিজাইন ও খাদি শিল্প, সেলাই মেশিন ক্রয়, সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠনকে এবং পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়। গ্রামীন নারীরা লভ্যাংশ অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের পারিবারিক উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

উপসংহার

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের অবদান আজ স্বীকৃত। গ্রামীণ উন্নয়নে নারীদের অবদানকে এখন আর খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীদের সম্পৃক্ত করার জন্য পরিকল্পনাবিদ এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণের সম্পৃক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই ষাটের দশকে বার্ড পল্লী অঞ্চলের নারীদের সম্পৃক্ত করে তাঁদের উন্নয়নের জন্য যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল তা আজ মহীরূহ হয়ে সারা দেশে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে বার্ড নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নামে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (মশিআপুউ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলেও বার্ড কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য প্রকল্পসমূহেও নারীদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে বার্ড কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে নারীদের আয়ের পথ সুগম হচ্ছে এবং গ্রামীন নারীরা আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

অফিসার্স এসোসিয়েশন এবং অনুষদ পরিষদের পক্ষ হতে বিদায়ী অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম -কে ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয় জনাব মোঃ শাহজাহান

যুগ্ম-পরিচালক জনাব আব্দুল মান্নান এর অবসর ছুটিতে যাওয়ার প্রাক্কালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয় জনাব মোঃ শাহজাহান।

বার্ডে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের সিনিয়র অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

বার্ডে ড. আখতার হামিদ খানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত

"ড. আখতার হামিদ খান: তাঁর জীবন, কর্ম, পল্লী উন্নয়ন দর্শন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

গত ১৮ জুলাই ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ময়নামতি অডিটরিয়ামে বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খানের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে "ড. আখতার হামিদ খান: তাঁর জীবন, কর্ম, পল্লী উন্নয়ন দর্শন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিতা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। প্রধান অতিথি বলেন, সারা বিশ্বে পল্লী উন্নয়নের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ড. আখতার হামিদ খান। তাঁর নেতৃত্বে বার্ডের উদ্ভাবিত "দারিদ্র্য বিমোচনে কুমিল্লা মডেল" সারা বিশ্বে সমাদৃত। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড। সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি, প্রশিক্ষণার্থী, বার্ডের অনুষদবর্গসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে বার্ডের প্রশিক্ষণ বিভাগের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বার্ড। উক্ত সেমিনারের সেমিনার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ড. শেখ মাসুদুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক, বার্ড এবং সহকারী সেমিনার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

"আমন মৌসুমে রোপণকৃত ধান ফসলের আন্তঃপরিচর্যা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্পভুক্ত এলাকা রায়চৌঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, কালিরবাজার, আদর্শ সদর, কুমিল্লাতে ২৭.০৯.২০২২ খ্রি. তারিখে "আমন মৌসুমে রোপণকৃত ধান ফসলের আন্তঃপরিচর্যা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্স কর্মসূচিতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের প্রকল্প বিভাগের সম্মানিত পরিচালক ড. মোঃ কামরুল হাসান, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লার সম্মানিত উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ও প্রকল্প পরিচালক ড. শিশির কুমার মুন্সী, সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব বাবু হোসেন, সহকারী পরিচালক (প্রকল্প) জনাব মোঃ আশরাফুর রহমান ভুঁইয়া, আদর্শ সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব আউলিয়া খাতুন ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব আব্দুল্লাহ আল হাসান। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ধান ফসলের আন্তঃপরিচর্যা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় যেমন সুষম সারের ব্যবহার, পোকামাকড় দমনে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক পদ্ধতি যেমন হাত জালের ব্যবহার, পার্চিং পদ্ধতি, সঠিক মাত্রায় কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রকল্পের ৩০ জন জমির মালিক অংশগ্রহণ করেন এবং এই ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বার্ড কর্তৃপক্ষকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি বার্ডের রাজস্ব অর্থায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে লাকসাম ও রায়চৌঁ, আদর্শ সদর, কুমিল্লাতে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
মোঃ শাহজাহান
মহাপরিচালক
বার্ড

সম্পাদক
ড. শেখ মাসুদুর রহমান
যুগ্ম পরিচালক, বার্ড

সহযোগী সম্পাদক
সাইফুন নাহার
উপ পরিচালক, বার্ড

মহাপরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত

ইন্ডাস্ট্রীয়েল প্রেস, কুমিল্লা।
E-mail : ind.press09@gmail.com

গ্রাম উন্নয়ন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা-৩৫০৩
ফোন : +৮৮-০২৩৩৪৪০০৬০১-৬
ফ্যাক্স : +৮৮-০৮১-৬৮৪০৬
ই-মেইল : dg@bard.gov.bd
training.bard@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.bard.gov.bd

BOOK POST